

স্বনির্বাচিত কবিতা

অভিজিৎ মিত্র

হরিণনাভি

সারাগায়ে হরিণের গন্ধ মাখামাখি
মাথা বেয়ে
চোখ নাক ঠোঁট গলা
গোঞ্জির কেক বরাবর গড়িয়ে পড়ছে
গন্ধের স্রোত
আঙুলচেরা বিদ্যুৎ আর কাঁপাবুক
নভেম্বরের রুকিআলো হরিণনাভি
আমায় স্নান করাচ্ছে
আলতো আদরে যেভাবে নায়াগ্রা
কে কোথায় যেন কোলের আশ্রয়
মুখে এক চুমুক স্যান্ডউইচ
শুধু আমি আর নাভি
দুপুরের ফুরসত
গোঞ্জির ভেতর ভিজে সপ্সপে
হরিণের ঘোর

কালো ভটভটি

মাকড়সার হাঁটা দেখে শিল্পার লেগপিস মনে পড়ল
মনে হল কার্বুরেটরে লালা জমলে পৌরসভার প্রতি তরঙ্গ পায়ে হাত বুলোনোর লাইসেন্স চাইবে
আয়নায় উল্টো হয়ে ছিটকে যাওয়া চাপ ট্রাউজারে বিকেল পাঁচটার ককটেল প্রতিফলন
যেসব কথায় পরিবেশবিদদের ভুরু কুঁচকে ওঠে আমরা সেটা গাছের আড়ালে নির্ভয়ে করি
এভাবে একপায়ের চাপে অল্প হেলিয়ে পেছনদিকে টেনে আনা যায়
একে একে মাছি আটকানোর পর এই হাঁটিপা লালাঘর
তিনটে অচেনা চলরাশি সময় দিয়ে তোয়ালের ভুল স্কোয়ার বুনবে
তোয়ালের এপাড়ে ওপাড়ে ষড়ভুজের মোবাইল গ্রাহকেরা নেগেটিভ হব হব
বাইরে রোজ পেট্রোল মানে আরো দুটো ট্রিকট্রিং কয়েনের শব্দ

পঁচিশের পর বাইশ

পঁচিশের পর যখন বাইশ আসে



সিদ্ধান্তঃ মাঝচল্লিশে বিজ্ঞান ফিরে পাচ্ছে যৌন পিস্তলের ভাষা

অতিচেতনা বিরোধী গিনিপিগের জন্য

আমার পোঁদটা একটু আগুনে ঝলসে নাও
তুমি তো বারবিকিউ ভালবাসো
শুনেছি সঙ্গীতে তোমার সীমাহীন টুংটাং
আধোবোল
সন্ধে হলে চাঁদ ভেসে ওঠে
অথবা পাখিদের তারস্বর
একটু থামো
আজ কুকুরের পিকনিক জানো
ওরা গণসংগীত
ওরা বসন্ত ছিঁড়বে

ছিঁড়বে তুমিও
বহু টুকরোর আকন্দ মোজেইক
যে তোমাকে সূর্য শিখিয়েছে
শুধু তার থেকে একদানা আগুন এনো

তারপর আমার আশ্চর্য পোঁদ
মারা যাবে
তোমার ক্যানাইন চুমুকে

=X=X=X=

